পারমিতার সংসার

জামিল হাসান সুজন

রোদেলা দুপুর অথবা মায়াবী রাত

[জীবনমুখী একটি ধারাবাহিক উপন্যাস]

পুর্বের অংশটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

চট্টগ্রামের অগ্রাবাদে এক ভাড়া বাসায় নতুন সংসার পেতেছে ইশতিয়াক আর পারমিতা। সারাটা দিন প্রায় একাই কাটে পারমিতার। ইশতিয়াক সারাদিন ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকে। ও কি ব্যবসা করে পারমিতা ঠিক বোঝেনা। তবে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এ জাতীয় কিছু হবে।

ছুটির দিনে তারা শহরে বেড়াতে বের হয়। পাহাড়ী এই শহরটাকে তার ভারী ভাল লাগে। এত সুন্দর শহর সে সম্ভবত এর আগে দেখেনি। মাঝে মাঝে ইশতিয়াকের পরিচিত দু এক জন লোক বাসায় আসে। চা নাস্তা নিয়ে তাদের সামনে হাজির হয় পারমিতা। তাদের সামনে খুশি হয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় ইশতিয়াক তার বৌকে।

রাতে খাওয়ার পর মদের বোতল নিয়ে বসে ইশতিয়াক। বলে, 'দ্যাখ - বিদেশে থাকার সময় একটু অভ্যাস হয়ে গেছে। আজকালকার যুগে এটা কোন ব্যাপার না। ইচ্ছে করলে তুমিও আমার সাথে যোগ দিতে পার।' কথাটা বলে খ্যাক খ্যাক করে হাসে। পারমিতা কিছু বলেনা। কিন্তু তার মনটা বিষাদে ভরে থাকে। শুধু মদ খেলে কথা ছিলনা, কিন্তু সেই সাথে চরিত্র দোষও লোকটার প্রবল মাত্রায় আছে। কক্সবাজারের স্মৃতি এখনও মনের ভিতরে জ্বলছে। তবে সোহেলিকে আর দেখেনি সে। কিন্তু সন্ধ্যায় ক্লাবে মেয়েদের সাথে মাখামাখির খবর সে রাখে। তাই রাতে যখন ইশতিয়াক ওকে আদর করতে আসে ঘৃণায় ওর শরীর কুঁকড়ে যায়।

একটা অস্পষ্ট দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠে। একটা ছোট্ট নদীর তীরে সে আর ইশতিয়াক হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। ইশতিয়াকের মূর্তিটা আবছা হয়ে সেখানে এসে দাঁড়ায় আরেক জন। দীর্ঘদেহী, ফর্সা, উজ্জ্বল চেহারার একজন যুবক। সে অস্বস্তি বোধ করে। না না এ তো পাপ। কিন্তু এ কেমন সুখের জীবন তার? এমন অভিশপ্ত!

তূর্য কি তাকে ঘৃণা ভরে অভিশাপ দিয়েছে? কেন সে হুট করে বাবা মার কথায় রাজী হয়ে গেল? সে কি অর্থ লোভী? তাই বা কেন হবে? তুর্য চাকরি না করলেও বিশাল অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। ওর বাপ দাদারা জমিদার ছিল। গ্রামের মধ্যে ওদের বিশাল বাড়িটার কথা কতদিন তূর্যের মুখ থেকে সে শুনেছে আর মনে মনে সেই বাড়িটার ছবি এঁকেছে। কতদিন ভেবেছে একদিন সে ওই বাড়ির বৌ হয়ে যাবে আর দামী গহনা শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াবে - ।

কিন্তু আর কোনকালেও সেখানে যাওয়া হবেনা তার।

তূর্য ছোটবেলাতেই বাবা মাকে হারায়, ওর দুই চাচা আর এক দাদী অনেক আদরে তাকে মানুষ করেছে, তারা কখনই ওর বাবা মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। হঠাৎ ওই এতিম ছেলেটার প্রতি তীব্র মমতায় বুকটা ভরে যায়। কিন্তু কেন সে তার কথা ভাবছে? ইশতিয়াক এরকম চরিত্রের লোক বলেই কি বেশি করে এসব মনে হচ্ছে? দীর্ঘ নিশ্বাসে ভারী হয় ঘর। আসলে সে যে জীবনে এসে পৌঁছেছে এটা আদতে কোন জীবন নয়। অভিশপ্ত এক জীবন। এটাই বোধ হয় তার পাওনা ছিল।

নির্জন দুপুরটা বড় বেশি বিষণ্ন। একা একা কিছু করারও নেই। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে সে। আনমনে রাস্তা দিয়ে মানুষের চলে যাওয়া দেখে। কতরকম মানুষ তারা। হঠাৎ নিকট অতীতের একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। সে এমনিভাবে প্রতিদিন বিকেল বেলা রাস্তা দিয়ে মানুষের যাওয়া আসা দেখতো। রাস্তার ওপারে মাঠটাতে অসংখ্য ছেলে খেলার ছলে পারমিতাদের বাসার দিকে তাকাতো। যদি দেখা যায় একবার পারমিতাকে। অনেকে সেজে গুজে বাসার সামনে দিয়ে ঘুরাঘুরি করতো যদি একবার পারমিতার নজরে পড়ে এই আশায়। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল একটি ছেলে। মাঝারী গড়ন, শক্ত পোক্ত চেহারা, মুখে ঘন দাড়ি। প্রায় প্রতিদিনই তাদের বাসার সামনে দিয়ে হেঁটে যেত কিন্তু কোন দিন এই বাসার দিকে তাকাতো না। সে অনেক দিন বারান্দায় বা ছাদে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছে হেঁটে যাচ্ছে সেই ছেলেটি। পরনে ফেড্ জিন্সের প্যান্ট আর হালকা সবুজ রং এর টি শার্ট ।কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। নিষ্প্রিয় দৃষ্টি, সিগারেট টানতে টানতে খুব ধীরে, একটু ঝুঁকে বলিষ্ঠ ভাবে চলে যেত। পারমিতার খুব কৌতুহল হতো ছেলেটাকে নিয়ে।

একদিন মেডিক্যাল কলেজের অডিটরিয়ামে ব্যান্ড সংগীতের আসর বসেছে। ঢাকা থেকে বড় বড় শিল্পীরা এসেছে। পারমিতা আর তার কয়েকজন বান্ধবী এসেছে অনুষ্ঠান দেখতে। জমজমাট গান বাজনা হচ্ছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হঠাৎ কি নিয়ে দর্শকদের ভিতরে হট্টগোল বাধলো। তুমুল হৈ চৈ আর মারামারি শুরু হয়ে গেল, টেবিল চেয়ার ভাংচুর শুরু হয়েছে। হতভম্ব পারমিতা হঠাৎ কিছু বুঝে উঠতে পারেনা। ওর বান্ধবীরা কোথায় কে চলে গেছে সে দেখতে পায়না। ভয়ে থর থর করে কাঁপছে সে। চোখ ফেটে পানি বের হয়ে আসছে। হঠাৎ সেই মুহূর্তে একটি যুবক তার সামনে এসে দাঁড়ায়। এক পলক দেখে পারমিতাকে , তারপর ওর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত ও দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'এস আমার আমার সঙ্গে।' পারমিতা কোন কিছু না ভেবেই হাতটা ধরে। কি ঠান্ডা আর শীতল হাত! যুবকটি ওকে প্রায় টানতে টানতে ঝড়ের বেগে বাইরে নিয়ে আসে। মেডিক্যাল কলেজের খেলার মাঠে এসে দাঁড়ায় ওরা। যুবক পারমিতার হাত ছেড়ে দেয়। পারমিতা প্রচন্ড হাঁপাচ্ছে। নিরিবিলি মাঠে সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে এসেছে। তবু সেই চুরি যাওয়া আলোতে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকায় সে। খুব চেনা লাগছে কিন্তু মনে করতে পারছেনা। খুব চেনা! ছেলেটি একটি রিক্সা ডেকে পারমিতাকে বলে,' বাসায় চলে যাও।' রিক্সায় উঠেই মনে হলো- আরে এই তো সেই ছেলে যে প্রতিদিন তাদের বাসার সামনে দিয়ে নিস্প্রিয় ভঙ্গীতে চলে যায়। কিছু একটা বলার

জন্য অথবা ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য মুখ খুলেছিল পারমিতা কিন্তু ততক্ষণে হন্ হন্ করে অন্যদিকে চলে গেছে সেই যুবক।
কৌতুহলটা ছিল অনেকদিন। পরে তূর্যের কাছে জানতে পেরেছিল ওই ছেলেটির পরিচয়। ওর নাম সাদমান। কোন একটি রাজনৈতিক দলের ভয়ংকর ক্যাডার।

পারমিতার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। কলিংবেল বাজছে। এ সময়ে তো কেউ আসেনা। দরজা খুলে দেখে ইশতিয়াক , সংগে সুটেড বুটেড দুজন লোক। এর আগেও লোক দুটোকে দেখেছে সে। ইশতিয়াকের মুখে রাজ্যের হাসি,'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?' সংগের লোক দুজনকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে ওরা ভেতরের ঘরে আসে। ইশতিয়াক বলে, 'ঝট পট রেডি হয়ে নাওতো'। পারমিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। ইশতিয়াক বলে,' আমরা একটা জায়গায় যাব। আজ একটা বড় কাজ পাব, ডিলিংসে সই হবে। এই খুশির দিনে তুমি আমার সংগে থাকবে এই আর কি।' পারমিতার মনে খটকা লাগে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তৈরি হয়।

একটা ফাইভ স্টার হোটেলের ভিতর প্রবেশ করে ইশতিয়াক, পারমিতা আর লোক দু জন। সুদৃশ্য, মনোরম, আলো আঁধারীতে মায়াবী পরিবেশ চারদিকে। বিশাল লবীতে সাজানো ছবির মত চেয়ার টেবিল। তারই একটাতে বসে নীরবে ড্রিঙ্ক করছে এক ফরেনার। ওরা তার সামনে এসে দাঁড়াতেই বিদেশী ভদ্রলোক হাসি মুখে উঠে দাঁড়ায়। ইশতিয়াকের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। দু একটা কথা বলার পর ইশতিয়াক পারমিতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিদেশী হ্যান্ড শেইক করার জন্য সহজ ভঙ্গীতে পারমিতার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। পারমিতা সংকোচের সাথে তার হাত বাড়িয়ে দেয়।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ২২/০২/২০০৮